W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 103 /WBHRC/SMC/2017

Date: 14 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Jamuna-Moti' a Bengali Sahitya Patrika dated 11th March.2017, captioned ' মুখ্যমন্ত্রি, বিচারপ্রার্থি সন্ন্যাসির কান্না শুনুন, দলের নন্দি-ভৃঙ্গিদের সামলান'

Superintendent of Police, 24-Parganas(North) is directed to look into the matter with special attention to the complaint that ''ওসি আমাদের ভোর ৪টের মধ্যে মন্দির ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন'. The complainant was dispossessed by the active assistance of the O.C. A complete report should be furnished by 30th March, 2017 enclosing thereto copies of all the complaints made by the complainant with the Police.

Smt. Barnali Das Biswas, Councilor, Ward No. 6, Madhyamgram Municipality is directed to submit her response by 30th March, 2017.

Shri Sarojkanti Chakraborty, Editor Jamunamati, Sonatikari, PO-Chandpara Bazar, North 24-Parganas PIN 743245, is also directed to submit such documents including photographs as are in his possession, pertaining to the incident reported by him, by 30th March, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 11.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

অমর বাণী।●সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনো বাক্য যদি এক হয়, এক মুষ্টি লোকও পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যতই হবে ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়?যে জিনিস যত নতুন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নেই, সিদ্ধিও নেই।●নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা হাজার বছর অত্যাচার সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে— তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নেই, এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা ও কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!

স্বামী বিবেকানন্দ।

১১ মার্চ ২০১৭ ●শনিবার●২৭ ফাল্গুন ১৪২৩● দাম ২ টাকা (সডাক অগ্রিম ২.৫০ টাকা)
বর্ষ ২৪ ● সংখ্যা ৮ ●দশ দিনের সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা

যমুনা-মতী

RNI No.53227 /94 Postal Registration No. WB/BRS/RNP-108/2016-2018

মোবাইল : ৯৪৭৪০৯৭৯৮৫ ও ৯০৮৩৩২৩৫৪৯ Email: jamunamati@gmail.com

আজকের বেশির ভাগ ক্লাব যেভাবে রয়েছে তাতে সেগুলি অসাড়, উচ্ছৃঙ্খল যুবক তৈরির আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। অতি অমূল্য এই যুব সম্পদকে ঐ মারাত্মক আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে বাবা-মা-শিক্ষক সহ সকলকে এগিয়ে এসে ক্লাবগুলিকে পুনরায় সুনাগরিক গড়ার আশ্রম করে তুলতে হবে। তা না হলে তোলাবাজ মাফিয়ারা ঐ যুবশক্তিকে বিপথগামী করবেই করবে। ক্লাবে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আড্ডা মেরে, খিস্তি-খেউড় করে, ক্যারম-তাস খেলে, বিড়ি-সিগারেট-মদ খেয়ে, মেয়েদের টিটকারি করে, মস্তানি-দাদাগিরি-গুণ্ডামি করে, তোলাবাজি করে নিজেদের নষ্ট না করে নিজে সুস্থভাবে বাঁচতে, বাবা-মা সহ বাড়ির লোকদের সন্তুষ্ট করতে ও সুস্থ জীবনের পথে এগিয়ে যেতে অনেক উপায় আছে। সকলের চাকরি কোনদিনই পৃথিবীর কোনদেশের সরকার দিতে পারেনি। চাকরি না পেলে কারো জীবন শেষ হয়ে যায় না। অনেক কিছু করার থাকে। ভাল মানুষ হওয়ার পথ চিরকাল পাওয়া যায়। জীবন মহা মূল্যবান। জীবন শেষ করার জন্য নয়। জীবন বাজে লোক হওয়ার জন্যও নয়। জীবনটা ভাল মানুষ হওয়ার জন্য। সেই চেষ্টাই আমাদের সকলের কাজ।

মুখ্যমন্ত্রি, বিচারপ্রার্থি সন্ন্যাসির কান্না শুনুন, দলের নন্দি-ভৃঙ্গিদের সামলান

সন্ন্যাসিকে নির্যাতন ও হেনস্তা করে, খুনের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে আশ্রমই কেড়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ

আমাদের কাছে নিচের অভিযোগটি এসেছে। মুখ্যমন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক।

আমি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ পরমার্থী মহারাজ মধ্যমগ্রামে ৬ নং ওয়ার্ডে বিবেকানন্দ নগরে বিবেকানন্দ কলেজের কাছে প্রয়াত রেণুকাদেবীর বাড়িতে ১০-১০-২০০৭ থেকে ভাড়া নিয়ে শ্রীগৌরগোপাল গৌড়িয় সেবাশ্রম স্থাপন করি। মাধুকরির মাধ্যমে আশ্রম চলে। কাছের ও দূরের ভক্তরা আসেন।

শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ, পুরি, বৃন্দাবন ও দেশের বাইরের সাধু-সন্ত ও ভক্তরা নানা অনুষ্ঠানে আসেন। সাধারণের জন্য সুলভে তীর্থ দর্শন, বাড়িতে নাম সংকীর্তন, অন্নপ্রাশন, পারলৌকিক কৃত্যাদি সেবামূলক কাজ করি।

ভক্ত দুলালকান্তি মল্লিক তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর আত্মার কল্যাণ কামনায় ৭-১০-২০১৩তে ১ কাঠা ১২ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমি আমার নামে দানপত্র রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। আশ্রমের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ২০১৩-১৪তে, রেজি. নং এস/২এল/৩৪৯১। আমার ২৫ বছরের আশ্রমিক জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও ভক্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভিক্ষার দানে গড়ে তুলি শ্রীমন্দির। ২০১৫র ফেব্রুয়ারিতে শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌরগোপাল, শ্রীরাধাগোবিন্দ, গিরিরাজ মহারাজ ও গুরুবর্গ স্থাপিত হয়।

জমিদাতার শ্যালক রূপেন দে ম্যাটিরিয়াল সাপ্লায়ার্স। তাকে বিশ্বাস করে আমার সমস্ত সঞ্চয় তার হাতে তুলে দিয়েছি। ২০১৫-র দুর্গাপুজোর আগে তার কাছে হিসেব চাই। তিনি নানা অজুহাতে টালবাহানা করেন।

৫-৫-২০১৬ রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার বর্ণালী দাস বিশ্বাস কিছু অপস্বার্থপর লোক নিয়ে আমার ঘরের দরজা গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে ভেঙে, ভয় দেখিয়ে, খুন করার হুমকি দিয়ে, সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে, অভুক্ত অবস্থায়, একবস্ত্রে আমাকে আশ্রম থেকে টেনে হিঁচড়ে জোর করে বের করে দেয়।

থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলাম। অভিযোগ নিল না।

আমি নানা তীর্থে ও পথে পথে ঘুরতে থাকি।

পরে মধ্যমগ্রামের বিধায়ক ও পৌরপ্রধান রথীন ঘোষকে সমস্ত ডকুমেন্টস সহ অভিযোগ জানাই।

২৭-৮-২০১৬ মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় তৃণমূল পার্টি অফিসে খাদ্যমন্ত্রিকে জানাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করে আমাকে পাঠান জিডি করতে। এবার কর্তব্যরত অফিসার অভিযোগপত্রটি নিলেন। তারা মন্দিরে তদন্তে গেলেন। আমাকে ফোন করে সন্ধ্যায় থানায় হাজির হতে বলা হল। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ওসি তমালবাবু আমার কাগজপত্র দেখে আমারই ন্যায্য অধিকারের কথা তাদের জানান ও আমাকে আমার মন্দিরে যেতে বলেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে বিরোধিদের আমার সঙ্গে আশ্রমে যেতে অনুরোধ করি। তখন কাউন্সিলার ও তার সঙ্গিরা নানা অভব্য ও অমানবিক আচরণ করে ইতর ভাষা প্রয়োগ করেন। আমি ভয় পেয়ে রাতে আশ্রমে না গিয়ে সকালে যাই। তখন কিছু অভব্য মহিলা ও পুরুষ আমাকে নানা অশ্লীল তথ্য বলে খারাপ আচরণ করেন। আমি আশ্রম থেকে ফিরে যাই।

২৯-৮-১৬ আমার আশ্রমের আচার্যদেব, কয়েকজন সন্ন্যাসি মহারাজ ও ভক্তদের নিয়ে মন্দিরে গেলে ঐ জবরদখলকারিরা আমাদের সঙ্গে চরম অভব্য আচরণ করে। রাত সাড়ে ১০টার পর পুলিশ এসে আমাদের চরম হেনস্তা করা হল। পুলিশের সামনেই হুমকি দিল। ওসি আমাদের ভোর ৪টের মধ্যে মন্দির ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। ওসির ২ সময়ে ২ রকম আচরণে অবাক ও ভীত হলাম।

তবু মন্দির ছেড়ে আসার সময় থানায় জানিয়ে এলাম।

পুজো এসে পড়ায় আর খাদ্যমন্ত্রির কাছে যাইনি।

৬-১১-১৬ মধ্যমগ্রাম তৃণমূল অফিসে আবার গিয়ে খাদ্যমন্ত্রির হাতে অভিযোগপত্র তুলে দিই। তিনি সেটি বিধায়ক ও পৌরপ্রধান রথীনবাবুর হাতে দেন। পরে রথীনবাবু লোক পাঠিয়ে আমাকে দেখা করতে বলেন।

৯-১২-১৬ দেখা করলে পৌরসভার রিসিভিং এ চিঠি দিতে বলেন। সেই চিঠির উত্তরে রথীনবাবু আমাকে চিঠি পাঠান। কিন্তু চিঠিটি ষড়যন্ত্রকারিদের ১ জন তুলে গায়েব করেন।

২৫-১-১৭ পৌরপ্রধানের বাড়িতে গিয়ে দেখা করি। তাঁর নির্দেশে আবার পৌরসভায় চিঠি দিই।

২-২-১৭ ই ও নীরজবাবু ফোন করে চিঠিটি নিতে বলেন।

৪-২-১৭ বিকেল ৩টেয় পৌরসভায় হাজির হতে বলা হয়। হাজির হলাম। ই ও-র ঘরে পুলিশ আধিকারিক নিশীথবাবু আমাকে ঘটনার বর্ণনা দিতে বলেন। ই ও কাউন্সিলারকে ফোনে ডাকেন। আমার ২ সঙ্গিকে বের করে দেন। কাউন্সিলার রাজু খা নামে ১ মস্তানকে ফোনে ডেকে আনেন। তারা একযোগে আমাকে নানা বাক্যবাণে জর্জরিত করেন। পুলিশের সামনেই আবারও খুনের হুমকি দেওয়া হল ও অশ্রাব্য ইতর কথায় অপদস্থ করলেন কাউন্সিলারের স্বামি তরু বিশ্বাস। নিশীথবাবুও সম্মত করলেন। ই ও আমাকে আশ্রমটি ছেড়ে দিতে বলেন। আমাকে নোটিশ করা চিঠির কপিতে সই করিয়ে নেন তিনি।

ব্যর্থতা ও হতাশা নিয়ে ফিরলাম।

১০-২-১৭ মুখ্যমন্ত্রির বাড়ি গেলাম। ওএসডি শংখশুভ্রবাবু আমার চিঠি পড়ে মধ্যমগ্রাম থানার ওসি-কে ফোন করেন। ওসি-র মিথ্যে, ভিত্তিহীন, সাজানো কথার ভিত্তিতে আমার অভিযোগপত্রটি জমা না নিয়ে আমাকে নানাভাবে হেনস্তা করে, দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে ফিরিয়ে দেন।

১৫-২-১৭ এসডিপিও অফিসে অভিযোগপত্র জমা দিই।

২০-২-১৭ এসপি-র অফিসে অভিযোগ জমা দিয়েছি।

ওসি পক্ষপাতমূলক ও বিমাতৃসুলভ আচরণ করছেন। তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। বর্ণালী বিশ্বাস গুণ্ডাদের নিয়ে আমাকে খুনের হুমকি দিচ্ছেন।

আমি ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে চাই। ইতি-

বিনীত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ পরমার্থী মহারাজ।